লীলাকমল

শ্রীরাধারাণী দেবী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

জীবন-দেবতাকে

যুগলের নবপরিণীতা শ্রীমতীলালিমার করে
'লীলা-কমল' দিলাম।   ইতি-

শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়।

উত্তরপাড়া।
২৮শে ফাল্গুন ১৩৪৬।

"—বিচ্ছেদেরি হোম-বহ্নি হ'তে

পূজামূর্ত্তি ধরে প্রেম, দেখা দেয় দুঃখের আলোতে।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিবেদন

মর্ম্মের মধু-মঞ্জুষায় অফুরন্ত-মধু নেই যার,—পরিমল-গন্ধ যার দিগন্তে আপনা বিস্তৃত হয় না, তার এই 'লীলাকমল' সংজ্ঞা হয় তো কারুর কাছে উপহাস এবং কারুর কাছে করুণা মাত্র পাবে। তার জন্য লজ্জা পেলেও দুঃখ ক'রবো না।

'লীলাকমলে'র মধ্যে আমি মানব-জীবনের চিরন্তন-তৃষাতুর একটী দিকের একটি মাত্র অবশ্যম্ভাবী ভাবের বিচিত্র ও বিভিন্নতর কাব্যরূপের বিকাশকে,—ফুলের পাপ্‌ড়ির মতো একবৃন্তে সাজিয়ে দিতে চেয়েছি।

আমার এ' প্রয়াসে যদি ত্রুটী থাকে তার জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করি।

বিনীতা—

শুভক্ষিত্রী

কৃতজ্ঞতা

যে-সব মাসিক পত্রিকার স্নেহ-অঙ্কে 'লীলাকমলে'র দলগুলি প্রথম আঁখি মেলেছিল, আজ এই সুযোগে তাঁদের আমার আন্তরিক-ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রছি।

স্বনামধন্য শিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-কুমার সেন 'লীলাকমলে'র প্রসাধনে তুলি ধরে আমাকে গৌরবান্বিতা করেছেন।

"দেবালয়"
—লিলুয়া—
কার্ত্তিক, ১৩৪০

শ্রীআশারাণী দেবী

লীলাকমল

হে অজ্ঞাত !   একান্ত অচেনা !
আমার স্মরণে পড়িছে না,
    তোমারে চেয়েছি কভু !—
    সম্মুখ হইতে তবু
        কেন তব ছায়া সরিছেনা ?…
বারম্বার কেন কর প্রসারিছ' ব্যর্থ-আশা তরে !
আমার অর্ঘ্যে'র ফুল,—এ' যে মোর দেবতার তরে !

আমি যারে দিব অর্ঘ্যখানি,
তুমি তো সে জন নহ জানি।
    আঁধারে করিয়া ভুল
    এসেছিনু দিতে ফুল,—
        সে ভুল কি নিতে হবে মানি ?
সে যে রাজ-অধিরাজ, যার এই অর্ঘ্য-অমলিন,
কেমনে মলিন-করে এ পুষ্প পরশিবে তুমি, দীন !

তুমি তো বুঝিয়াছিলে মনে ;
আমি অন্বেষিছি—অন্যজনে।
    কেন কহ নাই খুলি'
    "আঁধারে এসেছো ভুলি'
        অপরিচিতের নিকেতনে !"
জীবনের পূর্ণ হাটে শূন্য হাতে যাবো ফিরে,—তবু,—
সুন্দরের অর্ঘ্য মোর, সামান্যেরে অর্পিবনা কভু !

* * * * * * * * * * * * * * *

আজো যার পাইনি উদ্দেশ,
তারে খোঁজা নাহি হোক্ শেষ !
    আলোকে আঁধারে দূরে—
    মানব-জীবন পুরে
        খুঁজি তার পদচিহ্ন-লেশ !
যুগে যুগে কালে-কালে দিকে-দিকে জন্ম-জন্ম মোর,
সেই দেবতার খোঁজে হ'য়ে থাক্ একান্তবিভোর !

জানি আমি, একদিন শেষে
আপনি সে দিবে দেখা এসে।
মোর মৌন অর্ঘ্যখানি
নিজহাতে লবে টানি'
সযতনে—স্নিগ্ধমধু-হেসে।
সন্ধানের সন্ধ্যা এলে সুন্দর র'বেনা আর দূরে,—
বাঁশরীর সুর তার, শুনিতে পেয়েছি প্রাণ-পুরে।

নীলাকমল	১
বিকাশ	৩
অভিসারিণী	৮
"কালি শুক্লাচতুর্দ্দশীরাতে"	১১
✓আসন্ন-আষাঢ়	১৬
✓নববর্ষা	১৮
"কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ—"	২০
✓পথ হারা	২৪
✓ মধু-সন্ধানী	২৭
বিশ্ব-আকৃতি	২৮
রক্ত গোলাপ	৩০
পরিণীতার পত্র	৩২
✓সম্বল	৩৬
✓মধ্যাহ্ন-স্বপ্ন	৩৯
✓ রাখালরাজা	৪৩

মীরার ব্যথা ৪৮
৫২
সুন্দরের সন্ধানে ৫৫
প্রেম প্রশস্তি ৫৯
"তোমারি ঝরণা তলার নির্জ্জনে—" ৬৪
নারী ও প্রেম ৬৭
গোধূলি-লগ্নে ৭২
বসন্তের প্রতি বনলক্ষ্মী ৭৫
বিরহিণী ৭৯
মৌন-নিবেদন ৮১
"কোথায় চলার শেষ ?—" ৮৬
আকিঞ্চন ৮৮
ভুল ৯২
বসন্ত-শেষে ৯৭
বর্ষ বিদায় ৯৮

লীলা-কমল

(বক্ষে উতল ঘন মধুরস মর্ম্ম সুরভি-ভোর,—
প্রভাত-রবির প্রেম রঞ্জনে পরাণে রংয়ের ঘোর।
মেলিয়াছি আঁখি, আমি জলবালা, সূর্য্য-স্বয়ম্বরা,
ঊর্দ্ধে পসারি' মৃণাল-গ্রীবাটি
হেরিতে আসিনু তরুণ-দিবাটি,
হেরিতে আসিনু সোণার কিরণে কনকোজ্জ্বল-ধরা।)

জ্যোতির্ম্ময়ের রূপ-বারতায় ধ্বনিত পূবের পুর,
নিতল জলের তল ভেদি' বুকে বেজেছে যে সেই সুর।
কুঞ্জ-কাননে ফুল-মালঞ্চে আমি লই নাই ঠাঁই,
পঙ্ক-আসনে সাধন নিত্য,
ইষ্ট আমার নব-আদিত্য,
সলিল-শয়নে সমাধি হ'লেও শিশির সহেনা তাই

সপ্তবরণে বরি' নিতে আজ গুণ্ঠন দিছি খুলি,'
লীলায়িত করি সুন্দরতনু শূন্যে ধরেছি তুলি'।
মানব মুগ্ধ কমল গন্ধে
মধুপ মত্ত মধুর ছন্দে
আমি ভাবি মোর আলোর দেবতা কখন আসিবে বুকে,
তনু-মন-ধন অর্পিয়া তাঁরে, ঝরিব সকৌতুকে।

(উৎসুক মোর উন্মুখ-মুখ সুখে অবনত হবে,
প্রিয়-বিরহের ব্যাকুল-বেলায় নামিবে সন্ধ্যা যবে!
আনত-বৃন্ত এ আননে মম,
বিদায়-চুমাটি দিবে প্রিয়তম,
অস্তরাগের অনুরাগে মোর অঙ্গ পড়িবে ঢলি,—
সার্থক হবে লীলাকমলের অন্তিম-অঞ্জলি।)

বিকাশ

জাগিলো যৌবন-পদ্ম ; টুটিল সহস্র-দল-কারা
ফুটিল গো ফুল ;—
আপন অন্তর-গন্ধে আপনা বিস্মৃত আত্মহারা
—বিহ্বল ব্যাকুল।
উচ্ছ্বসিত প্রাণরসে দেহে মনে স্বপ্নাবেশ লাগে,-
নয়নে লাবণ্য'চ্ছুরে অধরে অতৃপ্ত তৃষা জাগে,
আনন্দ-চঞ্চল চিত্ত বসন্তের বর্ণ গন্ধ রাগে
দীপ্ত ঝলমল ;
জীবনের অন্ধ-বীজ অঙ্কুরের পরিণতি মাগে—
আলোকে উজ্জ্বল।

কোথা গো তরুণ রবি !   কমলের বল্লভ-অরুণ !

স্বর্ণকর-জালে

আতপ্ত চুম্বন-রাগ এঁকে দাও কুঙ্কুম-করুণ,—

প্রিয়ার কপালে।

যৌবন জাগিলো যদি অন্ধ-অন্তরের গন্ধ-গানে

উন্মীলিয়া আঁখি-পুষ্প, বিস্ময়ে তাকালো বিশ্বপানে,—

—কোথা সেই প্রেম-সূর্য্য ?   তূর্য্য যাঁর ধ্বনিলো তাহার

বক্ষের স্পন্দনে,—

তাঁরি তরে পূর্ণ-পাত্র অমৃত-উচ্ছল উপহার

দেহের নন্দনে।

স্ফুরি' সপ্তবর্ণচ্ছটা চিত্তপটে স্বপ্ন-ইন্দ্রধনু
টানে মুগ্ধতুলি,
বসন্ত-বল্লরী সম কুসুম-প্লাবনে বর-তনু
উঠিলো উচ্ছলি'।
নিশার নিকষ-প্রান্তে প্রভাত-সঞ্চার সম ধীরে,
অপরূপ-রূপরাগে দেহ মন প্রাণ ঘিরে ঘিরে
ফুটিছে মাধুর্য্যচ্ছবি রহস্য ঘনায়ে,—তনু মনে
রচি' ইন্দ্রজাল,—
শীর্ণা সিন্ধু-স্রোতস্বিনী ভরাভাদ্র-পূর্ণিমার ক্ষণে
নিমেষে উত্তাল।

অধীর-অন্তর আজ আনন্দে ব্যথায় ধৈর্য্যহারা,
—ব্যাকুল চঞ্চল।
রাজার কুমারী কা'রে খুঁজে ফেরে ভিখারিণী পারা
লুটায়ে অঞ্চল।
মধুচ্ছন্দা মন্দবায়ু দক্ষিণ-সাগর হ'তে আসি'
আকাশে আকাশে যেই সে বারতা দিলো পরকাশি'
জাগিলো জীবন-কুঞ্জে অজানিত পুলক-পরম,
—গোপন-গভীর।
রস-সমুচ্ছল অঙ্গে রোমাঞ্চিল প্রসুপ্ত-সরম
অরুণচ্ছবির।

ফুটিল যৌবন-পদ্ম।—থর থর কাঁপে নীল-নীর,
সমীর মূর্চ্ছিত ;—
পুলকের বন্যাবেগে বালুবেলা তরঙ্গ-অধীর
ফেন-উচ্ছ্বসিত।
উচ্ছল-বেদনামধু মর্ম্মকোষে অবরুদ্ধ করি'
ফুটিল যৌবন-পদ্ম গন্ধের অঞ্জলি উর্দ্ধে ধরি,'—
কোথা গো দেবতা মোর! যৌবনের সার্থকতাবহ,
—প্রাণ-ঘন-প্রেম!
জীবনের শ্রেষ্ঠধন! এসো এসো, পূজা-অর্ঘ্য লহ
ইন্দীবর-হেম।

অভিসারিণী

পাহাড়! ওগো পাহাড়! তোমার বুকের নীড়ে,
বৃথাই তুমি চাইছো মোরে রাখতে ঘিরে!
বাইরে যে-জন বেরিয়েছে সে ফিরবে নাক'—
অচল তুমি, পথ-চলা সুখ পাওনিক' তাই দাঁড়িয়ে থাক' ;
সৃষ্টি-করার আনন্দ কী বিপুলতরা,—
—উষর-মাটী শষ্পে ভরা!

অরণ্য গো, অরণ্য! হায়, ডাকছো মোরে,
লক্ষ-শাখার ব্যাকুল-বাহু প্রসার করে'!
বিধুর তোমার ছায়া আমার পড়ছে বুকে,—
মর্ম্মরিয়া দীন-মিনতি গুঞ্জরিছ' অবোল-মুখে।
থামার সময় নেইক' আমার ;—তোমার দেহে
রঙিয়ে গেলাম সবুজ-স্নেহে।

উপল ! ওগো উপল ! তোমার শিকল-ডোরে
মিছাই সখা বাঁধতে প্রয়াস ক'রছো মোরে !
অচল হ'তে জন্মি' চলি অগাধ পানে—,
সুনীল-আকাশ নীল সাগরের স্বপন দেছে জাগিয়ে প্রাণে
রং ছুটায়ে ফুল ফুটায়ে চল্‌ছি ছুটে,—
মত্ত-গানের নৃত্যে লুটে' !

তটভূমি লো, তটভূমি ! তোর প্রয়াস রাশি,—
চিত্তে আমার দ্বিগুণ জাগায় উছল-হাসি ।
বাঁধতে ব্যাকুল উভয়-বাহুর সীমার বেড়ে,—
তোর বাঁধনে পড়তে ধরা এলাম গিরি-ঘর কি ছেড়ে ?
বিপুল-ভাঙন কখন্ কখন্ তাইতো আনি,—
বুঝিয়ে দিতে একটুখানি ।

কুসুম লতা ক্ষেত তরু বন পাথর মাটী—
ডাক্‌ছে,—'নদি! থাম্‌লো, দিব পুলক বাঁটি'।
চলার নেশায় মাত্‌লো যেজন, হায়গো তারে
এই ধরণীর অচল যা'রা—তা'রা কি কেউ বাঁধতে পারে?
বন্ধুরা সব! করতে হবে আমায় ক্ষমা,—
ধন্যবাদই রইলো জমা!

আকাশ আমায় আভাস দেছে সমুদ্র-রূপ,—
বাতাস দেছে পৌঁছে অতল-বার্তা অনুপ।
গান গেয়ে ঐ ডাক্‌ছে বিহগ,—'আয়লো ত্বরা,
রত্নাকরে আপনা-সঁপে উর্ম্মিলা হও স্বয়ম্বরা—'
ঢেউগুলি মোর ভাব্‌ছে—সাগর কখন্ পাবো;
যাবই, ওগো! যাবই যাবো।

কালি শুক্লা চতুর্দ্দশী রাতে

কালি শুক্লা চতুর্দ্দশী রাতে,—
দক্ষিণের মধুচ্ছন্দা
বায়ু—মৃদু ফুলগন্ধা
আলিঙ্গিয়া গেছে মোর সাথে।
সারা তনু মন মম সে-পরশে সহসা শিহরি'—
অপূর্ব্ব পুলক-রসে উথলি' উঠিয়াছিলো ভরি,
অজানা-আনন্দে কম্প্র হিয়ার উল্লাস-মধু ক্ষরি'
উদ্বেলিলো তনু;
রোমাঞ্চ জাগিলো অঙ্গে,
দিঠিতলে সঙ্গে সঙ্গে
ফুটিলো স্বপ্নের ইন্দ্রধনু।

কালি শুক্লা-বাসন্তিকা রাতে
বকুল-বীথিকাতলে
নবশ্যাম-দূর্ব্বাদলে
কুসুম ঝরিলো মোর মাথে।
চুমিয়া ললাট গ্রীবা ছুঁয়ে কবরীর কালো চুল
ঝরিয়া পড়িলো ক'টি বৃন্ত-খসা শিথিল বকুল,—
অসহ হরষ-রসে শান্ত তনু-তটিনী দুকূল
প্লাবি' এলো বাণ !—
বক্ষ-তটে হ'ল সুরু
ঘন-কম্প দুরু দুরু
—যৌবনের গান।

কালি শুক্লা বাসন্তিকা-নিশা,—
প্রথম-বসন্ত গীত
নিয়ে হ'লো উপনীত
মোর দ্বারে, প্রেম-তৃষা মিশা।
সে সঙ্গীতে দেহ-কুঞ্জে যৌবনের শ্যামা দিলো শিষ,—
সে সঙ্গীতে নব-ভঙ্গী পেলো মোর প্রতি অহর্নিশ,
সে সঙ্গীতে এক সঙ্গে ক্ষরিলো অমৃত সনে বিষ
চিত্ততলে মম।
অজানা-আনন্দ সনে
অকারণ-ব্যথা মনে
স্পর্শিলো প্রথম।

ওগো—শুক্লা নিশাতলে কাল,—
প্রান্তর-সীমান্তে দূরে—
সকরুণ বংশীসুরে
ডাক দেছে অচেনা-রাখাল।
সে বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে অশ্রু-ঝরা—মিনতি মধুর,
বিধুর করিলো বক্ষ, লাজমৌনা জীবন-বধূর,—
সুদূর-সুহৃদ্-স্বপ্নে আঁখি-পদ্ম অশ্রু-পরিপূর,
বুকে সুখাবেগ ;—
না জানি কাহার তরে
ফুটিলো মানস 'পরে
বিরহের মেঘ।

কালিকার শুক্লা-চতুর্দ্দশী,—
ঘুমন্ত-চিত্তের 'পর
জাগানিয়া জ্যোৎস্না-কর
ঢেলে গেছে চুপে চুপে পশি'।
উন্মীলিত নেত্রে তাই নূতনের অঞ্জন লেগেছে,
মানস-মালঞ্চে মধু-মাধবী'র উৎসব জেগেছে,
আজিকে জীবন-বধু বঁধুয়ার পরশ মেগেছে ;
—ফুটিয়াছে কলি,
অনুরাগ-কোষে তা'র
আনন্দের গন্ধ ভার
উঠেছে উচ্ছলি'।

আসন্ন-আষাঢ়

আসন্ন-আষাঢ় ওই ঘনায় গগনে,
গুরু-গুরু দেয়া-ধ্বনি রণিছে সঘনে।
আলোড়ি উঠিছে পূবে-বাতাসের ঢেউ—

("আমার এ' বক্ষে, ওগো! শুনেছো কি কেউ
—ঘন গুরু-গুরু রোল?…এসো কাছে প্রিয়,
আরো, আরো—আরো কাছে।…

আজ তুমি নিও
নিঃশেষে, যা' কিছু আছে জীবনে আমার।
আত্ম-দান-আগ্রহের এ' বিপুল ভার
বহিতে না পারে আর প্রাণ।")

হে প্রার্থিত।

দেবার প্রত্যাশে আজ অধীর এ' চিত।

দীর্ঘ-অশ্রু-ভারে নত বেদনার মেঘ,

অন্তরে এনেছে মোর ঝরার আবেগ।"

আষাঢ় ঘনালো নভে। না-পাওয়ারে স্মরি'—

অনন্ত-বিরহ বুকে উঠিছে গুমরি'।)

নব-বর্ষা

গোলাপের বনে ছুটেছে গোলাপী-নেশার ঘোর,

মালতী ছিঁড়েছে মালা,—

বেপথু-দখিণা বকুল-সুবাসে নয় বিভোর—

ঝরেছে হেনার ডালা।

মুখরা-কোকিলা চুপ্,—

নীপ-বন অপরূপ,

নব-নীল মেঘে আঁখি মেলি'—জেগে

উঠিলে কি ?—হে অনুপ।

কুঁড়িতে কুঁড়িতে ছেয়ে গেছে বেলি যুথির বন

কুন্দ ছড়ায় মোতি,—

কদম-কুঞ্জ পুলকাঞ্চিত,—ওগো রাজন্।

কামিনী করিছে নতি।

এসো আঁখি ভুলাইয়ে

শ্যাম-ছায়া বুলাইয়ে—

নব-বলাকার শ্বেত-ফুলহার

কালো-মেঘে দুলাইয়ে।

নিরজন-পথে চলিতে পথিক থমকি' চা'য়
কারে খোঁজে চারিভিতে ?—
কণ্টক-ঝোপে কে গো বনবালা দীপক গা'য়
তীব্র-সুরভি-গীতে ?—
ও যে পথ-পাশী কেয়া,—
ফুল-মালঞ্চে হেয়া ;—
তোমারেই চাহি প্রেম-গীত গাহি'
বাহিছে গন্ধ-খেয়া।

(গগনে গগনে মেঘ-মল্লার' গাহিছে মেঘ-
বিদ্যুৎ-নটী নাচে,
লগনে লগনে ঝরে ঝর্ঝর' বাদর-বেগ—
তৃষিতা-তটিনী বাঁচে।
তপনের তেজ টুটে'—
নব-রামধনু উঠে ;
মূক-বসুধার পুলকের ভার
ভুঁই-চাঁপা হ'য়ে ফুটে'।)

"কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ—"

বন্ধ-দুয়ারে রন্ধ্র নাহি যে, গন্ধ আমার কাঁদে—
সন্দ' জাগিছে,—অন্ধ কি আমি অন্ধকারের ফাঁদে ?
ও মা তরু তুই বল্ মোরে আজ,—
জীবনে কি মোর নেই কিছু কাজ ?
—কেন রেখেছিস্ আঁধারের মাঝ ?
নাহি কি মমতা তোর,—
দলে'র কঠিন-বাঁধন কেন গো
অঙ্গ বেড়িয়া মোর ?

রুদ্ধ-কারায় বন্ধ রহিয়া তবুও বক্ষে কেন,
অনাগত কোন্ অতিথির আসা—আশা-ভাষা লেখে যেন
কা'র মিলনের অজানানন্দে
অন্তর মোর ভরেছে গন্ধে,—
বিচিত্রতর ব্যাকুল-ছন্দে
কিঞ্জল্কেরা জাগে ;
অধীর-চিত্ত কা'র দরশন
পরশন-মধু মাগে ।

প্রাচীরের আড়ে রহিয়াও তবু কত কী যে শুনি মাগো!
কে যেন ডাকিছে ঘন-অনুরাগে—সখি জাগো, সখি জাগো

গুঞ্জন তুলি' মধুময়-সুরে,—
কা'রা যেন মোর চারিপাশে ঘুরে!
বিপুল-পুলকে বুক ওঠে পুরে,
—খুলে দে মা বন্ধন!
আমার না-দেখা বন্ধুরে দিব
বুকের গন্ধ-ধন!

মৃদুল উষ্ণ-চুম্বনে কা'র, কঠিন-অঙ্গ মোর
শিথিল হইয়া পড়িছে আপনি,—কেটে যায় ঘুম-ঘোর!
—প্রভাতের আলো?...শুনিয়াছি নাম;
রূপ নাকি তা'র নয়নাভিরাম!...
স্ফুটন-মন্ত্র কাণে অবিরাম
ঢালে বলো কোন্ বঁধু?—
কা'র অনুরাগে শিহরণ জাগে?
বুকে জমে' ওঠে মধু!

দখিণা-বাতাস ?—তারই ছোঁয়া একি ? মাগো মোরে ধর, ধর,
চিনি আমি তা'র চরণের ধ্বনি,—ওই শোন্ মর্ম্মর !
তার আগমনে কিশলয় মোর
বিকাশ-স্বপনে হয় যে বিভোর,
পরশন তার প্রাণ-মন চোর—
—উতলা তাহার বাঁশী,
ঘরছাড়া-করা—মায়া-সুরে ভরা
গৃহ-বন্ধন-নাশী !

সারা তনু মোর এলায়ে পড়িছে !...বিপুল-পুলক জাগে !
গোপনবর্ণ গাঢ় হ'য়ে ওঠে সুনিবিড়-প্রেমরাগে !
অধীর প্রণয়ী ভ্রমরের গান,
না ফুটিতে মোর মোহিয়াছে প্রাণ ;
—বিকাশ-প্রার্থী অতিথির মান
কি দিয়ে রাখিব বল্,
একটু বর্ণ—মধু ও গন্ধ
দীনহীন-সম্বল !

কাহারে দিব মা সৌরভ-ভার ?—কা'রে দিব মধুটুক্ ?
কা'রে অর্পিব বর্ণ-বিভব ? পরিমল-প্লুত বুক।
না-দেখেও যা'রা মোরে চিনিয়াছে,
বিকাশের আগে মধু কিনিয়াছে,
অবরুদ্ধার প্রেম জিনিয়াছে,—
সে-বন্ধুদল এলে,—
স্বাগত-আদরে বরিতে পাব কি
মর্ম্মের কোষ মেলে ?

চিনিতে তা'দের পারিব তো আমি ? তাই তুই মোরে বল্
তা'রা না-আসিতে ফুরায়না যেন সৌরভ-পরিমল।
মোর পানে আঁখি মেলি' অনিমিখ
তাকাবে যখন,—চিনিব' তো ঠিক ?
—গন্ধে তখন ভরে যেন দিক্,
—বুক না এমন কাঁপে,
পাপ্‌ড়ি আমার কুঞ্চিত হ'য়ে
সরমে না মুখ ঝাঁপে।

পথ-হারা

পথ-চলাটাই লক্ষ্য ছিল, চলার বেগে—
পথের পাশে আনন্দফুল উঠতো জেগে।
অলক'পরে অশ্রু-শিশির ফেলতো শাখী,—
সুপ্ত-কোরক চমক ভাঙি' মেলতো আঁখি।
—চলছিল সে চলার সুখে,
দুঃখ-সুখের অতীত মুখে

নীলাঞ্জনের মায়ার তুলি বুলিয়ে চোখে—
ডাকতো আকাশ মূক-ইসারায়—আয় এ' লোকে—
দখিণ-হাওয়া রোম-কূপে তার জড়ায় নেশা,
রাত্রি আসে প্রেম-অভিসার-মোহনবেশা!
—কল্পনা তার ঘোমটা খুলি'
বুলিয়ে দিতো স্বপন-তুলি।

চ'ল্‌তো পথে বাজিয়ে বেণু মোহন-তানে,
ভরিয়ে দু'দিক্ গানের পরে মধুর-গানে ;
অশ্রু-ব্যাকুল বাদ্‌লা-সুরে বাজ্‌তো বাঁশী,—
ঝরতো ব্যথায় আপনি কদম কেশর রাশি ।
—কেয়ার ঝোপে বাতাস পশি'
দীর্ঘ-নিশাস্ তুল্‌তো শ্বসি' ।

পথিক-অচিন্ ! কোন্ কুহকে হঠাৎ তা'রে
বাঁধ্‌লে তোমার প্রেমের রাখীর মিলন-হারে ।
থামিয়ে দিলো পথ-চলা ঐ আঁখির মায়া,—
প'ড়লো প্রাণে স্নিগ্ধ তোমার স্নেহের ছায়া ।
—যা' ছিল তার শূন্য ধূ ধূ
নিদাঘ-তাপেই দীপ্ত শুধু ।

শেষহারা-পথ নিরুদ্দেশি ।···দাওনা দেখা,—
তোমার অসীম-লক্ষ্যে সে যে চ'ল্‌বে একা !
দোসর সে তো চায়না কভু—চায়না কারে,
বন্ধু যে তার শত্রু-পরম,—পথের ধারে ।
—নিঃসঙ্গই সঙ্গী তারি,
যা'র পাথেয় অশ্রু-বারি !—

*   *   *   *   *

সন্ধ্যা ঘনায়,—অন্ধকারে—শঙ্খ বাজে,—
নষ্ট-নীড়ের এ' কোন্ পাখী গগন মাঝে
কান্না-ভরা করুণ-স্বরে ডাক্‌ছে,—মাগো,—
কুলায় কোথায় ?···পথ যে খুঁজে পাচ্ছিনা গো—
নাও মা আমায় পাখায় ঢাকি',
—ব্যাকুল-বাতাস বইছে হাঁকি'।

মধু-সন্ধানী

পরাণ-ভ্রমর জনম ব্যাপিয়া কেঁদে ফেরে অবনীতে,—
জীবন-পদ্মে মধু-মঞ্জুষা পারেনি উন্মোচিতে।
উতলা অধীর যৌবন-হাওয়া এসে
পরিমল তা'র লুটে নিলো নিঃশেষে,—
বুঝি লয়ে যাবে সব হারাবার দেশে
বেদনা-নির্ব্বাপিতে।
গাঢ়-গুঞ্জনে ভ্রমিছে ভৃঙ্গ, তৃষা-অতৃপ্ত-গীতে!

মানস-মক্ষি ত্রিভুবন খুঁজি, ঘুরে ঘুরে মরে খালি'
পরম-পিয়াসা কে মিটাবে তা'র, মরমের মধু ঢালি!
গেছে প্রায়াহ্ন, অপরাহ্নেরো শেষ,—
ছেয়েছে প্রদোষ আঁধারের কালো-কেশ,
—কণ্টক-ঘায়ে শোণিতাঙ্কিত-বেশ
ধূলায় পক্ষ ম্লান;
মন-মৌমাছি মনে মনে করে প্রেম-মধু সন্ধান।

বিশ্ব-আকুতি

আলো! ওগো আলো! দিবা-দীপ জ্বালো, ঢালো রবিকর চোখে—
অন্ধ-কুঁড়ির মূক-ক্রন্দন মন্দ্রিলো লোকে লোকে!
আঁধার-ধরার অশ্রু-নিশাসে কুজ্ঝটি ওঠে জমে'—
মহাকাশ থম্‌থমে—
নীথর-পৃথিবী স্তম্ভিত মূক,—অভাবিত কোন্‌-শোকে!

সপ্তলোকের প্রাচীর টুটিলো রুদ্ধ-ব্যথার বেগে,—
কালোর গর্ভে আলো বিদ্যুৎ ঘনাইলো মেঘে-মেঘে!
নীরব-প্রশ্নে সৌর-আকাশ আলোড়ি' উঠিলো তায়,—
বসুধার বেদনায়!
আঁধার-কারার বন্দীরা যত, উঠিলোরে আজ জেগে!

বিদ্রোহপূর সে-কাতর সুর পশিলো অরুণ-লোকে।
তরুণ-সূর্য্য উঁকি দিলো পূবে বিস্ময়-স্মিত চোখে।
কিরণ-পরশে টুটে' গেল দৃঢ় তামস-লৌহদ্বার,
মহা ঝণ্‌ঝণি তার
বিহগ-কণ্ঠে ঝঙ্ক' উঠিলো ;—বাতাস শঙ্খ ফোঁকে।

সারা-জগতের মানুষ কাঁদিছে—ওগো আলো—ওগো প্রাণ
--নরের শৌর্য্য-পীড়িতা নারীর অন্তর-আহ্বান
বিপুল বেদনা-মূক-ক্রন্দনে ঊর্দ্ধে ধূমায়ে উঠে
শক্তির পায়ে লুটে'।
বন্দী বিশ্ব-আত্মা করিছে মুক্তি-আলোর ধ্যান।

শত শৃঙ্খলে প্রকৃতিরে বাঁধি' পীড়ন করিছে নর,
কাঁদে যৌবন সৃজন-ব্যথায়,—দেবতা নিরুত্তর !
পাশব শাসনে জীবন কাঁদিছে—কাঁদে প্রেম—কাঁদে স্নেহ,—
এ' ভুবন কারা-গেহ।
—কখন্ উদিবে প্রলয়-প্রভাতে সত্য-তপন কর !—

রক্ত-গোলাপ

রুদ্ধ-ব্যথার রক্তরাগে রঙীণ হ'য়ে উঠ্‌লে গো
কণ্টকাকুল কুঞ্জকানন-কোলে,—
সবুজে শাড়ীর ঘোমটা তুলে আলোর ছোঁয়ায় ফুট্‌লে গো
দখিণ-হাওয়ার মন্দ-মৃদুল দোলে!
রক্ত-গোলাপ! রক্ত-গোলাপ! তোমার রাঙা বুকের খুন,
কোন্ তরুণীর তপ্ত-হিয়ার ব্যর্থ-অনুরাগ করুণ!

অন্ধ-কারায় বন্দী কলির সুপ্তি-অসাড় ভাঙ্‌লো কে
সোণার কাঠির মন্ত্র-স্বপন ছেয়ে!
সরমরাগের আল্‌তা-গোলায় গাল দু'টি তার রাঙ্‌লো যে—
আকাশ-আলোর প্রথম-পরশ পেয়ে।
বঁধুর ছোঁয়ায় সকল বাধা আপনা হ'তেই টুট্‌লো গো!
ভোরাই-হাওয়ার ভেলায় সুবাস দিগ্‌দিগন্তে ছুট্‌লো গো!

রংয়ের নেশায় মত্ত মধুপ কাঁটার বনে ঝাঁপায় অই,

করুণস্বরে দিক্ ভরে বুল্‌বুল্ !

রূপ-পিপাসুর আঁখির পরশ বুক কি তোমার কাঁপায় সই,

ফোটার পথে হঠাৎ ঘটায় ভুল ?

হায় রূপসি ! সুসজ্জিতা ! কোন্ বেদনার লজ্জাতে,—

ব্যর্থতারই গোপন-দুখে কাটাও কাঁটার শয্যাতে !

রক্ত-গোলাপ ! রক্ত-গোলাপ ! গন্ধকোষের রন্ধ্র তোর

ব্যর্থপ্রেমের গোপন-ব্যথার পুর ;

রেশমী-কোমল-পাপ্‌ড়ি দলে দুল্‌ছে শিশির-অশ্রুলোর

গন্ধে জাগে দূর-বিরহের সুর !

কোন্ অনাদি অতীত হ'তে প্রেমিক-হিয়ার ব্যথার চিন্

প্রতীক্-লেখায় রাখতে লিখি'—আপনি হ'লে রাগ-রঙীণ

পরিণীতার পত্র

প্রিয়তম ! কবে কোন্ বসন্তের গোধূলি লগনে
মনে পড়ে যুগ্ম-শঙ্খ বেজেছিলো গম্ভীর সঘনে।
কল্যাণী আয়তি-কণ্ঠে সম্মিলিত শুভ-উলুরব
নন্দিত করিয়াছিলো দু'জনের মিলন-উৎসব।
সুচিকণ চন্দ্রাতপে দুলেছিলো আভরণ কত,
সুরভিত-স্নেহরসে জ্বলেছিলো স্নিগ্ধ-দীপ শত।
সুবাস-বিবশ বায়ু ফাগুনের চন্দ্রালোক-মিশা,
প্রমত্ত করিয়াছিলো সে সুন্দরী বাসন্তিকা-নিশা।
সবি হয়েছিলো পূর্ণ—তবু ছিল এতটুকু ভুল,—
তব করে ছিল অস্ত্র—মোর হাতে হার-গাঁথা ফুল

সে-মিলনে তাই. বন্ধু ! হ'য়েছিলো ক্রটী সুনিশ্চয়,
মাল্যদানই ঘটেছিল, ঘটে' নাই হৃদি-বিনিময়।
তাই আজি পাশ-রজ্জু হইয়াছে সে মিলন-হার,
শ্বাস তব রোধিতেছে মোর প্রেম,—বুঝেছি এবার।
যদিও এ' পুষ্পমালা একদিন দেহে মনে তব
অমৃত-রোমাঞ্চময় অনুভূতি এনেছিলো নব ;
সেই সুখাবেশ যদি হয়ে থাকে আজ তিক্ততা-ই,
সে-কারণে ক্ষোভ লজ্জা মোর কাছে কিছু তব নাই।
যে-বসন্ত গেছে চলে, সে কি কভু পুনরায় ফেরে ?—
প্রেম নাহি বাঁধা যায়, হায় বন্ধু ! অতীতের জেরে !

গন্ধরাজে গাঁথা ছিলো বরণের বরমাল্য গাছি,
সূত্র শুধু র'য়ে গেলো, ফুল তার রহিলোনা বাঁচি'।
শৃঙ্খলেরি রূপান্তর আজি যদি হ'য়ে থাকে তাই
ব্যর্থ তারে কণ্ঠে বহি'—বন্ধু! কোনো সার্থকতা নাই।
ছিন্ন করো, ছিন্ন করো, খুলে তারে ফেলে দাও প্রিয়!
সে-ই ওর মান্য গণি'। এর চেয়ে হবে সহনীয়।
মিথ্যার দুর্ব্বহ-বোঝা মিলনের মাঝে নাহি এনো,
মোর প্রেমে ঈর্ষা-দ্বেষ, ভিক্ষালেশ নাহি সখা জেনো।
আর কা'রো ভালবাসা তৃপ্তি যদি দিতে পারে তবে
তারি মালা নিয়ো কণ্ঠে! মোর এই ব্যর্থমালা হবে
সেদিন সার্থক সখা,—তব চিত্তে প্রেম যদি জাগে,
যে-কোনো নারীরে ঘিরি' সুগভীর সত্য অনুরাগে।

তুমি পেয়ে থাকো যদি তোমার বাঞ্ছিত-জনে প্রিয়,
আমি তাহে অকপটে সুকৃতার্থ হয়েছি জানিয়ো।
শূন্যতা তোমার যদি না ভরিতে পেরে থাকি আমি,
সে ত্রুটী আমারি, তাই ক্ষমা চাই ম্লানলাজে, স্বামি।
তব মর্ম্মতলে যেবা বহাইলো প্রেম-মন্দাকিনী,—
সে নারী যে-কেহ হোন্—মোর শ্রদ্ধা-বন্দ্যনীয়া তিনি।
আমার প্রেমের দায়ে মুক্তি দিনু তোমারে গো মিতা,
প্রশান্ত হৃদয়ে আজি। ইতি

তব—ভুল-পরিণীতা।

সম্বল

মধুর ধ্যানের রসে বিচ্ছেদের শূন্যপাত্র মম
লইয়াছি ভরি,
অন্তরের হাসি তাই অশ্রু-যূথি রূপে প্রিয়তম
পড়ে আজি ঝরি' !
ক্রন্দন,—ক্রন্দন নহে, আনন্দের প্রবাহ চঞ্চল,
চিত্তের পুলকনীর নেত্রতীরে করে টলমল !
বেদনা হয়েছে সোণা—দুঃখ হ'ল পরম-নির্ম্মল
বক্ষে তারে ধরি !

জীবন-অরণ্যচ্ছায়ে আঁধার ঘনায়ে আসে খালি
দীর্ঘপথ বাকী,
হে মোর পরম-রম্য ! তোমারি প্রেমের দীপ জ্বালি'
চলেছি একাকী।
জানি জানি, জানি বন্ধু ! দিক্‌হারা এ' পান্থেরি তরে
তোমার রজনীগন্ধা আছে জাগি' বনপথ 'পরে,
সুগন্ধের সুর তার ইঙ্গিতে পরম-সমাদরে
গৃহে ল'বে ডাকি' !

তোমার বিরহ মোর কামনা-পঙ্কের মাঝে, প্রিয় !
ফুটায়েছে ফুল ;
বিথারি' সহস্রদল সে কমল হাসে কমনীয়,
ত্রিলোকে অতুল।
অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-মধু সিঞ্চিয়াছো প্রাণে প্রাণে মোর,
সুন্দরের স্বপ্নচ্ছবি মুগ্ধ-আঁখি করেছে বিভোর ;
বেজেছে আলোর বাঁশী, ছিন্ন করি' ঘন-অমা-ঘোর
প্লাবি' প্রাণ-কূল।

আমার বসন্ত ওগো !···জীবনের ব্যর্থতার গ্লানি
মুছিয়া নিমেষে
মুঞ্জরি' তুলেছো তুমি হিম-শীর্ণ বিশুষ্ক-বনানী,
—দক্ষিণার বেশে।
আনন্দ-পল্লবচ্ছায়ে প্রমুগ্ধ হৃদয় অবিরত
কূজিছে প্রলাপ আজি, কলকণ্ঠী কপোতীর মত,
—নীরবে নন্দিছে তারে সংখ্যাহারা সন্ধ্যাতারা যত,
অপার্থিব হেসে !

আমার এ' রিক্ত-প্রাণে পরম-পূর্ণতা বন্ধু তাই
আমি সর্ব্বসুখী,
তুমি বাসিয়াছো ভালো,—আর কোনো দৈন্য ক্ষোভ নাই,-
নহি নহি দুখী !
তুমি বাসিয়াছো ভালো, তুমি ভালোবাসিয়াছো বঁধু,—
যত স্মরি' তত প্রাণে উছলি' উথলি' ওঠে মধু,
বিরহ-বেদনা তাই গন্ধ-ধূপে পরিণত,—শুধু
উর্দ্ধ-অভিমুখী।

মধ্যাহ্ন-স্বপ্ন

মধ্যাহ্নে বেণুর কুঞ্জে অব্যক্ত মর্ম্মর-ম্লান-ভাষা,
আমারে জানালো কা'র সুগভীর মৌন ভালবাসা !
কীচকরন্ধ্রের পুরে
অশ্রু-সকরুণ-সুরে
ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বসিয়া উঠে তারি অন্তরের জ্বালা !
শ্বসিয়া শ্বসিয়া বায়ু বহে' যায়—একান্ত নিরালা !

তপস্বিনী-ধরণীর রুদ্র অগ্নি-তপস্যার তলে,
পূর্ণ-ফলে কী অমৃত পুঞ্জীভূত হয় পলে পলে!
প্রজ্বলিত দূরাকাশে
মৃদুমেঘ-স্বপ্ন ভাসে,
বিরাট স্তব্ধতা মাঝে বাজে কার অনাহত-বাঁশী,
নদীতট-বটচ্ছায়ে এলো কোন্ অদৃশ্য-উদাসী!

গৃহ-হীন হে উদাস! সর্ব্বহারা বিবাগী পাগল!
তোমার সন্তপ্তশ্বাসে খসিয়াছে চিত্তের আগল।
বিচিত্র বেণুর সুরে,
মরণের মণিপুরে
সঞ্চারিয়া দিলে একি সুবিপুল উদাস-রাগিণী,—
ঘেরিলো আশ্লেষে ঘন শব্দহারা সুরের নাগিনী!

স্বপ্ন-কল্পনায় মোর লাগিয়াছে দীপ্ত-রবিকর ;
ধ্বনিছে শিঞ্জিনী মৃদু শিশু-তরু পল্লব মর্ম্মর !
উজ্জ্বল মেঘের তলে
আবর্ত্তিয়া দলে দলে
সুতীক্ষ্ণ-করুণ কণ্ঠে সকাতরে কাঁদে শঙ্খচিল !
মৌন-বেদনায় স্তব্ধ, দাবদগ্ধ নিদাঘ-নিখিল ।

হরিৎ-দূর্ব্বার বুকে পতঙ্গের সচঞ্চল-ক্রীড়া,—
বন্য-কণ্টকের কুঞ্জে কুসুমের সকুণ্ঠিত-ব্রীড়া ;
দীঘির নিথর-জলে
দীপ্তনভচ্ছায়া ঝলে',—
পল্লব-প্রচ্ছায়ে ঘুঘু দম্পতির তন্দ্রালস-গীত,
আমার কল্পনা-ভৃঙ্গে নির্দ্দেশিছে বিচিত্র-ইঙ্গিত !

আজি মধ্যাহ্নের করে দিবা-স্বপ্ন ভারাতুর মন,—
মনে মনে গড়ে অর্ঘ্য, অর্চ্চনার রচে' আয়োজন !
দিয়া ব্যথা অশ্রু রাশি
যে পেলো বিদ্রূপ-হাসি
প্রেম-মণি বিনিময়ে যে পেয়েছে তীব্র-অপমান,
তারে স্মরি' গাহে চিত্ত অশ্রু-শিশিরার্দ্র মৃদু গান ॥

আমার কল্পনা-বধূ শ্লথবেশা উদাস নির্ব্বাক ।
ভালো যে বেসেছে মোরে তারি বাতায়ন-তলে যাক্
তাহার তন্দ্রার তলে
কহে যেন স্বপ্নচ্ছলে—
'যারে নিত্য স্বপ্নে দেখো নিদ্রার নিতল-নীরে মিশি',-
তাহারি জাগ্রত-স্বপ্ন হ'য়ে তুমি আছো অহর্নিশি ।'

রাখাল-রাজা

তুমি নির্ধন, নির্গুণ দীন
সকলে কহে—
আমার শ্রবণে এ' বারতা যত
পশিতে রহে,
ততই আমার অন্তর-ধারা
তোমা-পানে ধায় হ'য়ে দিশাহারা,-
ঘন-ব্যথাভরা করুণায় হিয়া
হইয়া দ্রব,—
তোমার অভাব নিঃশেষে চাহে
মুছিতে সব।

ম্লান-সঙ্কোচে কুণ্ঠিত প্রিয়

কি হেতু তুমি ?

আমার হৃদয়—এ যে গো তোমারি

রাজ্যভূমি !

উজল-প্রেমের হিরণ-মুকুট

শিরে পরায়েছি ; ভরি' করপুট

দিয়াছি আমার হাসি-কান্নার

পান্না মোতি।

জগৎ তোমারে চাহেনি বন্ধু !

কী তাহে ক্ষতি ?

অঙ্গে তোমার পাপের পঙ্ক
লেগেছে জেনে,
সবাকার মতো পুষিব কি ঘৃণা ?
ল'বো তা মেনে !
আমিও কি ভাবো সবাকার মত
হেরিব তোমারে দীন, অবনত ?...
—সংসার তব ললাটে না দিক্
পুণ্য-টীকা,—
আমি যে দেখেছি হৃদয়ে তোমার
প্রেমের শিখা।

বিশ্ব তোমারে লয় নাই বরি'
—দেয়নি মধু্‌!
আমার প্রাণের পরম-অমৃত
পিয়াবো বঁধু্‌!
মানব তোমারে মানে নাই শুচি,
সে-অভিমানের ব্যথা ফেল মুছি' !—
ভালোবাসা তব অম্লান-রুচি
আমি তো জানি,—
সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠ বলিয়া
তারেই মানি।

তোমার মাঝারে কী দেবতা আছে

জানেনা কেহ,—

কঠিন শিলার অন্তর-তলে

অমৃত লেহ।

হে রাজদুলাল! রাখালের বেশে

ধূলায় ধূসর দেখা দেছ' এসে,

—কেহ চিনিলনা অন্ধ এ' দেশে

স্বরূপ তব।

—আমার ভুবনে রাজা রূপে তোমা

বরিয়া ল'ব।

মীরার ব্যথা

রাণার মহিষী মহারাণী-মীরা, এ'কথা বোলোনা আর,
আমি তোমাদের কেহ নহি ওগো, এ' প্রাসাদ কারাগার !
ব্যাকুল বিরহ-বেদনা-অনল
সারা দেহ মন দহে' অবিরল,
পরাণ প্রিয়র বিচ্ছেদ বহি' বেঁচে থাকা গুরুভার,—
উতল হৃদয় উন্মুখ সদা মিলন মাগিছে তা'র !

ওগো বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি আমি,—সহি' কী অসহ-জ্বালা,
কুলটার কালি ললাটে লেপিয়া নিলো যত গোপবালা।
আজি বুঝিতেছি মরমে মরমে,
কুল মান ভয় ধরম সরমে
যমুনার নীরে ডালি দিয়া, শিরে নিলো কলঙ্ক-ডালা
কেন কুলবধূ?—আপনা পাসরি' কালারে পরালো মালা!

রাজার ঝিয়ারী রূপসী পিয়ারী কনক-প্রতিমা রাধা,
বুঝিয়াছি কেন রাখালের প্রেমে মানিলোনা কোনো বাধা!
নাগ-সঙ্কুল কণ্টকবনে
আঁধার-নিশীথে বিপথে বিজনে
শিরে বহি' ঝড় বজ্র—বরষা—পথে পিচ্ছিল-কাদা,—
বল্লভ লাগি' নিতি কেন তার ছিলো অভিসার-সাধা!

মিছা সম্ভ্রম সম্মান মোর, রাজ-বিধি লাজ ভয়।
সারা মন প্রাণ কাঁদিয়া কহিছে—কিছু নয়—কিছু নয়!
প্রেমের পরশমণি প্রাণে যার
ছোঁয়া দিয়ে গেছে,—এ জগত তার
শিশুর তুচ্ছ-ক্রীড়নক সম।—সংসার অভিনয়
নিমেষে সকলি যায় মিলাইয়া। সব-বাধা হয় লয়।

স্বামীর সোহাগ-পরশে আমার দেহ কুঞ্চিয়া ওঠে,
মনে হয় তনু হয়েছে অশুচি,—ছ'নয়নে ধারা ছোটে।
এ ' মোর স্বর্ণপ্রাসাদ-কক্ষে
সদা যেন হেরি' বিভোর-চক্ষে
বৃন্দাবনের ব্রজরেণুময় গোপ-গোকুলের গোঠে।
স্বপনে আমার শ্যামের প্রেমের পরম-কমল ফোটে।

এ' তনু শুদ্ধ করে ল'ব সেই নীল যমুনার নীরে,
প্রেমের ঠাকুর যেথা আছে মোর, যাব সেই মন্দিরে!
বাঁশরী যে তার পশিতেছে কাণে,
বনমালা-বাস ভাসে আঘ্রাণে,
সুখ-দুখ-বোধ লুপ্ত আমার,—চেতনা ডুবিছে ধীরে!
ওগো ছেড়ে দাও,—মীরা যেথাকার, চলে যাক্ সেথা ফিরে॥

তুমি ভালোবাসো নাকো ব'লে
করিবনা আর অভিমান।
জীবনের ক্লান্ত-সন্ধ্যামায়া
নয়নে ঘনায় ম্লানচ্ছায়া,—
গোধূলির রক্তচিতা তলে
দিবসের শেষ-অবসান।
তোমার যা' কিছু মিথ্যা-মধু—
আজি দাও উপহার বঁধু।

তোমার যা' সত্য তাহা আজ
ভালো করে' ঢাকো বন্ধু ঢাকো,—
কহ মিথ্যা নিতল নির্লাজ,—
ওই সত্য আর চাহিনাকো।
তব তিক্ত-সত্য সুকঠিন
বজ্র সম কোমলতা-হীন,—
নির্ম্মম সুতীক্ষ্ণ-ধার তা'র
সহিবেনা বক্ষে আজি আর!

ওগো বন্ধু! ভাণ্ডারে তোমার
মিথ্যার মাণিক-মালা আছে;
আজি শেষ-বিদায়ের ক্ষণে
কোনও দ্বিধা রাখিবনা মনে;—
—তব মিথ্যা-প্রণয়ের হার
আজি মোর শূন্যকণ্ঠ যাচে।
মিথ্যারাগে রচা মাল্যখানি
লবো মানে, বহুমূল্য দানি'।

রিক্ত-করে অজানা-বিদেশে
একা যেতে ভয় বাসি, তাই
গর্ব্ব ত্যেজি' অন্তিম-নিমেষে
তোমার কৃত্রিম-প্রেমে চাই।
তোমার আপন হাতে-দান
মিথ্যা,—মোর মানিব সম্মান,
আমার বিশ্বাস-ছোঁওয়া লেগে
সত্য হয়ে উঠিবে তা' জেগে।

ক্ষণিক-আদরে তব, প্রিয়
তৃষিত-জীবন তৃপ্ত হ'ক্,—
সত্য আর-সবাকার র'ক্,—
তুমি শুধু মিথ্যা মোরে দিও।

সুন্দরের সন্ধানে

তোমারে পাইনি আমি, আমার জনমভোর খুঁজি,—
'হয়তো পাবোনা আর বুঝি—'
এ' চিন্তার দ্বন্দ্বদোল উতরোল-চিত্তে সদা জাগে,
নিগূঢ়-ক্লান্তির ক্লেশে এ' জীবন ভার সম লাগে,
নিবিড়-নিরাশা-নত অবসাদ অতি চুপে চুপে
আমারে গ্রাসিছে রাহুরূপে।

অস্ফুট-উষায় মোর কোরকের প্রথম উন্মেষে

কী লগনে দেখা দিলো এসে

তোমার সুন্দর-স্বপ্ন। দীপ্তচ্ছটা অপূর্ব্ব মহান্

পূর্ব্ব-বালারুণ সম। আলোকের স্বর্ণ-রশ্মি-বাণ

প্লাবিলো সকল চিত্ত। সদ্যঃফোটা প্রাণ-পদ্ম মোর,

সে প্রভায় হইলো বিভোর।

একান্ত-বাঞ্ছিত ওগো! সেই হ'তে বাতায়ন খুলি'

যাপিয়াছি শ্রেষ্ঠ-ক্ষণগুলি।

তোমারি আসার আশে, নিদ্রাহীনা-নিশীথিনী শত।

কতবার ষড়ঋতু গেছে ফিরে ব্যর্থ আশাহত।

আশ্বিনের আলো-বীণা, ফাল্গুনের অভিসার-দিন

হইয়াছে বেদনা-বিলীন।

'ওগো প্রিয়! বহুদূর-হিয়ার ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস
তোমার সুন্দর সন্ধ্যাকাশ
বাষ্পম্লান করেনি কি?—অসমাপ্ত পূরবীর সুর
অশ্রু-সকরুণ তানে করেনি কি কখনো বিধুর
আনন্দ-গোধূলি তব?...শোননি কি কভু কোনও দিন
একটি ক্রন্দন শব্দহীন!'

* * * *

হে নাপাওয়া! নিরুদ্দেশ! নিঃশব্দ-আহ্বান তব বাজে
জীবনের প্রতি রন্ধ্র মাঝে!
ব্যাকুল ব্যগ্রতা জাগে অরণ্যের শাখায় শাখায়,
পর্ব্বত কন্দর টুটি' রুদ্ধ নীর ছুটিবারে চায়
অনির্দ্দেশ যাত্রা পথে,—অচেনা অদেখা সিন্ধু পানে
চিত্ত মোর তীব্র স্রোতে টানে!

রাত্রির প্রহরগুলি গোপনে ঘনায়ে ধীরে ধীরে

ডাকে কোন্ অভিসারিণীরে,—

নক্ষত্রের ইসারায় সেই পথে চলো পথ ভুলে,—

জাগে যেথা জ্যোতির্ম্ময় প্রেম-রবি পূর্ব্বাশার কূলে,

শিরায় শিরায় শুনি শোণিতের সচঞ্চল গান,—

—'যাত্রা করো, ওরে ব্যর্থ-প্রাণ।'

'যাত্রা করো,—যাত্রা করো,—বাজে কাণে, বাজে প্রাণে প্রাণে,—

'পথে পথে তাহারি সন্ধানে

ঘুরি' ফেরো, ব্যথা-ঘন উৎকণ্ঠার বিপুল আবেগে

জীবনের দিকে দিকে ; তোমার প্রাণের ছোঁওয়া লেগে

ঝকিবে বিদ্যুৎচ্ছটা,—সে আলোকে ভাতিবে আপনি

পরম প্রার্থিত প্রেম-মণি।

প্রেম-প্রশস্তি

হে চির নির্ম্মল ! তব প্রাণ-ঘন নিবিড় পরশ
দাও দাও মর্ম্মে মোর,—করো চিত্ত অমৃত-সরস ।
পুঁথির মানুষ হ'য়ে র'বো বেঁচে আর কতো কাল ?
কণ্টকিত জীবন মৃণাল
সার্থক হবেনা কিগো প্রস্ফুট পঙ্কজ খানি ধরি'
তোমার পরম স্পর্শে,—গন্ধে বর্ণে উঠিবেনা ভরি !
করো দূর—করো চূর—পুঞ্জীভূত অসত্যের কালো,
এ' মনোমন্দিরে দীপ জ্বালো ।

হে ঐন্দ্রজালিক ! তব স্বর্ণ-মায়াদণ্ড ছোঁয়াইয়া,
গর্ব্বিত কঠোর চিত্ত চিরতরে দাও নোঁয়াইয়া ।
বহাইয়ে দাও নদী গলাইয়ে জমাট্ তুষার ।—
স্নিগ্ধ স্বচ্ছ সুন্দর উষার
রঞ্জন লেপিয়া দাও নিশার নিকষ-কৃষ্ণ ভালে
হে কান্ত ! মানব মর্ম্মে তুমি যুগে যুগে কালে কালে
কত ছদ্মে কত ছন্দে চিরন্তন নববেশে আসো,—
ধরণীরে মুগ্ধ ভালোবাসো ।

তুমি যে স্বর্গের দূত, রহ উর্দ্ধে অমরার গেহে,
মানুষেই শ্রদ্ধা তুমি করিয়াছো দেবতার চেয়ে !
সর্ব্ব দুর্ব্বলতা ক্রুটী নিঃশেষে নিমেষে যায় মুছি',
তুমি যারে স্পর্শ'—ওগো শুচি !
সামান্য মানব শিরে দেবত্বে'র প্রদীপ্ত মুকুট
তুমিই পরাতে পারো,—সুধারসে ভরি প্রাণপুট !
স্বর্গেরো স্বরগ তুমি রচ' এই ধরার ধূলায়,
—মানবে'র হৃদয়-কুলায় ।

আপনারে যত তুমি নিঃশেষে অর্পিতে চাহ,—আরো
পুঞ্জে পুঞ্জে ঘন হ'য়ে জমে' ওঠো গভীর প্রগাঢ় !
অদৃশ্য ফল্গুর সম কায়া তব আঁখির অতীত,
অস্তিত্বেই পরম প্রতীত।
এ' বিশ্ব-মানব তাই চিরন্তন তৃষা-শুষ্ক-প্রাণ,
যুগে যুগে সক্রন্দনে অন্বেষিছে তোমারি সন্ধান।
তব বহির্বাস পরি' ছদ্ম-কামমূঢ় নারীনরে
সর্ব্বনাশা প্রতারণা করে।

উদিয়া দেহের গেহে দেহাতীত লোকে তব গতি,—
জীবনের সর্ব্ব দৈন্য সব অপ্রাপ্তির ক্ষোভ ক্ষতি,
পুষ্পসম দলি' পায়ে চলি' যাও অসীমের পথে—
স্বার্থভোলা আনন্দের রথে।
না-পাওয়ার মাঝে তাই পরম-পাওয়ার স্তুতি গাও,
বিরহে গভীরতর মিলনের আস্বাদন পাও !
প্রিয়ের কল্যাণ লাগি' উতরিয়া ত্যাগ-সিন্ধুকূলে,
আপনার সত্তা যাও ভুলে।

তুমি তো রচেছো বন্ধু, ধরণীতে কল্পনার মায়া,
বাস্তব-মরুর দাহে সৃজিয়াছো স্বপ্ন-তরুছায়া।
মরমে মাধুর্য্য-মধু, আঁখি তটে রহস্য আভাস,
অধরে অমৃত-স্নিগ্ধ হাস।
মৌনতার মাঝে তুমি কহ যেই সুগভীর বাণী,
নিখিলের লিপি নারে—লিখিতে তাহার রূপখানি।
ভর্ৎসনা অমিয় সম মিষ্ট বাসি' তুমি দিলে ছোঁওয়া,—
জীবনে না যায় কিছু খোওয়া।

পাত্রখানি রিক্ত করি' যত তুমি ঢেলে ঢেলে দাও,
পরিপূর্ণ হয় পাত্র। সম্মুখে পশ্চাতে নাহি চাও,—
ঊর্দ্ধে ধ্রুবলোক পানে নিখিল-বিস্মৃত লক্ষ্য-পাখী
উড়ে চলে উধাও একাকী।
অসুন্দরে করিয়াছো পরম সুন্দর ওগো গুণী।
অযোগ্যেরে শোভিয়াছো আপনার কল্পজাল বুনি',
দীনতমে দিতে পারো রাজাধিরাজের সিংহাসন,—
মূক কণ্ঠে মুখর ভাষণ।

জীবনের অর্ঘ্যপাত্রে যৌবনের ফল ফুল রাশে
সর্ব্ব সমর্পিয়া নারী মুগ্ধচিত্তে কা'রে ভালোবাসে ?—
কারে সে আহ্বানে' নিত্য,—এসো এসো হৃদয়ের ধন
লহ নিঃশেষিত-নিবেদন।
সে নহে দেহের পূজা, সে তো নহে যৌবনের স্তুতি,
মানব-অন্তর-লোকে যে-অপূর্ব্ব স্বর্গীয়-আকৃতি
রস-ঘন-ব্যঞ্জনায় চিত্ত করে নিকষিত-হেম,—
প্রাণ-অর্ঘ্য লয়ে নারী
প্রতীক্ষা করিছে তারি,
যুগে যুগে জন্মে জন্মে, নিত্য-সত্য প্রেম।

"তোমারি ঝর্‌ণাতলা'র নির্জ্জনে"

শ্রান্ত-তনু ক্লান্ত-মন অবসাদে অবসন্ন দীন,—
ম্লান-অধরের তলে মৌন ব্যথা সান্ত্বনা-বিহীন।
নয়নের ঘনকৃষ্ণ-পক্ষ্ম-নীড় ত্যজি' দৃষ্টি-পাখী
উড়ে' যেতে চাহে শূন্যে—কোন্ দূর সুদূরে একাকী!
মর্ম্ম-কারাকক্ষে কোন্ বন্দিনীর নিরুদ্ধ-ক্রন্দন
গুমরি' গুমরি' ওঠে,—'ওগো খোলো, খোলো এ' বন্ধন!'
—আমি সেই সকরুণ-ক্ষণে—
তোমার আঁখির তীরে ধীরে এসে বসি নিরজনে!

নৃত্য করে ষড়ঋতু ছন্দভরা বসুন্ধরা ঘিরি',——
প্রভাত রজনী নিত্য আনাগোনা করে ফিরি ফিরি।
বক্ষ-পিঞ্জরের তলে প্রাণ-পক্ষী ঝাপ্‌টায় পাখা,
'—দাও মুক্তি—দাও মুক্তি—দাও খুলে তমসার ঢাকা!'
বিশুষ্ক হৃদয়নদী মরুপথে হারায়েছে বারি,—
জীবন করিছে ধূ ধূ—তপ্ত শুষ্ক বালুকা বিস্তারি!'
—তব দিঠি-ঝরণার নীরে
সর্ব্বাঙ্গ শীতল করি প্রাণপাত্র ভরে' লই ক্ষীরে।

হে মোর অন্তর-লক্ষ্মি ! জীবনের লীলা-স্বপ্ন দিয়া
তোমারে রচেছি মর্ম্মে,—কত দুঃখ-সুখ নিঙাড়িয়া।
নীলাভ নয়নে তব ঝরিছে যে স্নিগ্ধ প্রেমধারা
ও' উৎসে উৎসর্গি' দিনু আপনারে। জীবনের কারা
আপনি টুটিছে আজি—পাষাণ গলেছে আঁখিজলে,
প্রেম-রবিকররশ্মি পড়িয়াছে প্রাণ-পদ্মদলে।
হে মর্ম্মের সুকল্যাণী নারি !
জন্ম জন্ম তব নীরে যেন ফিরে আসিবারে পারি।

নারী ও প্রেম

জানি জানি হে দেবতা ! নারীর অন্তর-কুঞ্জে
যেদিন তোমার পুষ্প জাগে,—
মর্ম্মের মলয় তার বিপুল সুরভিপুঞ্জে
আনে বহি', মুগ্ধ অনুরাগে ।
সে সৌরভ রসে নারী আপনা হারায় নিত্য
বিস্মরয় দোষ গুণ ভেদ,—
মন-মণি-মঞ্জুষায় পরশমাণিক-বিত্ত
তৃপ্ত রাখে সর্ব্বেতর খেদ !

সুদৃঢ় পাষাণে গড়া লৌহদ্বার মর্ম্মপুরে
নিঃশব্দে অর্গল যায় ছুটি',—
কঠিন প্রাচীর-শ্রেণী মৃদুল-পূরবী সুরে
পুষ্প সম পড়ে টুটি' টুটি'।
সেদিন স্বেচ্ছায় নারী সর্ব্বাঙ্গীন অধীনতা
লহে বরি' স'পি' তনু প্রাণ,—
চিত্তের আনন্দরাগে দীপ্ত হ'য়ে সে দীনতা
রাণীর গৌরব করে দান।

কা'র লাগি সর্ব্বযুগে সর্ব্ব দেশ কালে নারী
স্নিগ্ধ স্নেহে চির ত্যাগশীলা,—
পরুষ পুরুষ মর্ম্মে সিঞ্চিয়া অমৃত বারি
রচে' মর্ত্ত্যে অমর্ত্ত্যের লীলা?
আপনারে রিক্ত করি' নিঃশেষে করিয়া দান
কেন তার উদ্বেলিত সুখ?—
সংযমে সেবায় পুণ্যে ক্ষমায় সুন্দর প্রাণ
কি লাগিয়া বিমুগ্ধ উৎসুক?

কে তা'রে শিখালো বলো মৌন অভিমান লীলা
হাসি অশ্রু ইন্দ্রধনু জালে,
কভু দীপ্ত জ্যোতির্ম্ময়ী কখনো সরমশীলা
আরক্ত গোলাপ-রাগ গালে।
রহস্য অতল চক্ষে বিচিত্র চাহনি-তীর,
অধরে বিচিত্রতর হাসি,
কে তারে অজেয়া করি' দিল নেত্রে অশ্রু নীর,—
অমোঘ আয়ুধ রাশি রাশি।

মোর বসন্তের পুষ্প কোন্ বসন্তের এক
পরিণাম-রমণীয় সাঁঝে,—
সুন্দর মাল্যের রূপে সার্থকতা লভিবেক
দুলিয়া ও কম-কণ্ঠ মাঝে।
শিহরি' উঠিবে চম্পা,—বকুল ব্যাকুল চিতে
নি'শ্বসিবে সুরভি নিঃশ্বাস,
শুক্লা হবে দুখ-রাত্রি রজনীগন্ধার গীতে—
আছে চিত্তে পরম বিশ্বাস।

হে নিত্য, হে চিররম্য, সুচির নবীন বন্ধু!

হে শাশ্বত! সুন্দর পরম!

আজিকে তোমার বংশী আমার হৃদয় রন্ধ্রে

তুলেছে তরঙ্গ মনোরম!

আজিকে তোমার বার্ত্তা অপরাজিতার কুঞ্জে

ফুটায়েছে জয়-নীল ফুল,

অরণ্য লক্ষ্মীর বক্ষে মালা শোভে পুঞ্জে পুঞ্জে

কর্ণে দোলে সৌরভের দুল!

আবর্ত্তিত ঋতুচক্রে বসন্ত ধরায় নামি'

লীলা-নৃত্য করে ক্ষণকাল;

আমার অন্তরপুরে তুমি জানো অন্তর্যামি,

তারি চির মহোৎসব-জাল!

উৎসব-অঙ্গন পথে যা'রা নিত্য আসে যায়

আমি খুঁজি' তাহাদেরি মাঝ—

কোথায় রয়েছো তুমি,—কা'র মৌন আঁখিচ্ছায়ে

হে আমার রাজ-অধিরাজ!

শুধু যে তোমারি লাগি যুগে যুগে চিরদিন
রচি' নীড় মর্ম্ম-মধু দিয়া ;
নিরুদ্দেশ-পথ-যাত্রী পান্থ যত লক্ষ্যহীন,
যেথায় বিশ্রাম লভে গিয়া—
সবার হৃদয়-তলে আমি খুঁজি সত্তা কা'র ?
হে নারীর চির-অন্বেষিয় !
তোমা লাগি রচি' নীড়, গাহি গীত, গাঁথি' হার,-
ওগো প্রেম ! আত্মার আত্মীয় !

গোধূলি-লগ্নে

(উদাসী বিধুর চৈতালী-হাওয়া আজি বৈকাল শেষে,
তোমার স্মৃতির মধুর-সুরভি আনিয়াছে ভালোবেসে।
—আমার প্রাণের রাজা !)
নন্দন হ'তে পাঠায়েছো বুঝি মন্দার-বাস তাজা ?
ভুলে থাকা মোর ভুলাইয়া দিল আজি সমীরণ-মন্দ,
বিস্মৃত-স্মৃতি ব্যাকুল-সুবাসে ছড়াইছে মকরন্দ।
আলোক অমিয়ক্ষরা,
নব-লাবণ্যে ভরা।
—ঝরা-মুকুলের মদির-গন্ধে মদ-বিহ্বল প্রাণ,—
সাধ হয় মনে বকুলের বনে শ্যামা হ'য়ে গাই' গান।

(দিনের বিদায়-চুম্বন লেগে মেঘে-মেঘে ফোটে ফাগ।
মোর প্রাণ-পুটে উথলিয়া উঠে কা'র ব্যথা-অনুরাগ?
ও গো দূর-প্রিয়তম।)
গোধূলির গায়ে দেছ' কি পাঠায়ে সীঁথার সিঁদুর মম?
(এতদিন পরে ক্ষণিকের তরে মোরে কি স্মরেছো বঁধু?—
তাই সারাপ্রাণ গেয়ে ওঠে গান—মধু—মধু—সবি মধু।
আজ ভালো-লাগা-ঘোর
হৃদয়ে লেগেছে মোর,
তোমারি দেশের পবন আমার বনে বুঝি এলো আজ,—)
তাই তনু-তীর হরষ-অধীর মনে জাগে মিঠা-লাজ।

আজি ভাবি মনে না জানি কেমনে ছিনু এতকাল ভুলে,-
কেমনে কেটেছে রজনী দিবস কালের দীরঘ-কূলে।
বাদল-ব্যাকুল সাঁঝ,—
শরত-প্রভাত, ফাগুনের-রাত কাটিত ল'য়ে কী কাজ ?
স্মরণে মরম ভরেছে আজিকে ভুলেছি জগত্ তাই,—
ওগো সুন্দর! আমার ভুবনে আজি আর কেহ নাই।
ভাবি মনে-মনে একা,
কখন্ মিলিবে দেখা,
কালো-কেশ-জালে মুছে লবো তার ধূলিমাখা-পদতল,
অনুরাগ-ঘটে ভরিয়া রেখেছি আকুল-আঁখির জল।

বসন্তের প্রতি বনলক্ষ্মী

শীতের শেষে মধুর হেসে
কখন এলে মোহনবেশে
মুখরি' বাঁশী পাগলকরা-সুরে—,
ফাগুন! ওগো ফাগুন, তব
হাসিতে এত মদিরা কেন ঝুরে?

ঘর-ছাড়ানো উতল-করা
সমীর তব অমিয়ক্ষরা,
—মাতালো বনের বুক,
উচ্ছ্বসিত ফুলের গীতে
নিঃশেষিয়া নিজেরে দিতে
মন যে সমুৎসুক।

তোমার পরশ পক্ষে মাখি'
কুসুম-কোরক মেলিলো আঁখি
মালঞ্চে মোর উৎসবেরই মেলা,
কিশোর! আহা কিশোর, তুমি
বনের মনে ভাসালে প্রেমের ভেলা।

স্বপন-হারা নিদ্রা-নীরে
শীতালি মোরে ছিলো যে ঘিরে
অসাড় ছিলো মন,—
কুহকি! তব কুহক-জালে
কাননে লতায় পাতায় ডালে
জাগালে কী কম্পন!

মলয় হাওয়ার মৃদুল-নাচে
মরণহতা বনানী বাঁচে,
—গাহিল দোয়েল পিক্,
সুরভি-সুরার পেয়ালা ধরি,
জাগিলো যত পুষ্প-পরী
বিভাসি' চতুর্দ্দিক।

বর্ষা শরত নিদাঘ শীতে,
ভোর হ'তে সেই ঘোর-নিশীথে
ছিলাম ধ্যানে কা'র ?
কাহার স্বপন মরমে নিয়া,
পথচাওয়া-দিন যাপিলো হিয়া
ব্যাকুল-প্রতীক্ষার ?

ওগো ও বনের মনের মত!
গগনে ধরায় ওতপ্রোত
যৌবনেরি বন্যা দিলে আনি,
বসন্ত! হে বসন্ত, আজ
পরিলে আমার বরণ-মালাখানি।

বিরহিনী

রৌদ্রঝলা দিগন্তের মেঘচ্ছবি-আঁকা সীমা শেষে
প্রান্তর-অধরে যেথা আকাশের ওষ্ঠ আসি মেশে
নিবিড় আগ্রহ-ভরে ! ওরি পানে চেয়ে চেয়ে আজ
ভাবি মনে কত কী যে। শিথিল উদাস মর্ম্ম-মাঝ
অন্যমনা চিন্তারাশি ভেসে চলে ছন্দোবন্ধ-হীন,
শরৎ মেঘের সম শীর্ণ-শুভ্র। আজি অমলিন
সুন্দর-শীতের রৌদ্রে সুমিষ্ট মাধুর্য্য সুধা-রস
ঝরিয়া পড়িছে যেন। চিত্তে লাগে বিরহ-পরশ
বেদনা-ভারাবনত ;

(কা'র লাগি নাহি তাহা জানি,
কাঁদিছে মর্ম্মের তারে ভাষাহারা অকথিত-বাণী।
অকারণ-ঘনদুখে ওষ্ঠাধর ওঠে কেঁপে কেঁপে,—
শ্রাবণ মেঘের সম বেদনা নামিছে প্রাণ ব্যেপে।
হৃদয়-দুয়ারে আসি যে-অতিথি অতীত-প্রভাতে
অশ্রু-পরিম্লান মুখ ফিরেছে হতাশে শূন্যহাতে—
সে দুঃখকাতর-দিঠি, সে মুখের মৌন-ব্যথা-রেখা,
আমার নির্জ্জন-ক্ষণে নিঃসঙ্গ-মনের পটে লেখা।
বিহ্বল এ' প্রাণে আজ বারে বারে জেগে ওঠে তাই
তারি আঁখি,—স্মৃতি যার নিঃশেষে মুছিতে নিত্য চাই।)

মৌন-নিবেদন

এ' জীবন-যজ্ঞ শেষে দীর্ঘ-তপ-কৃচ্ছ্র-তনু টানি
শীর্ণ দীন বেশে,
হে সুন্দর! যেই দিনে দাঁড়াব সম্মুখে, জুড়ি' পাণি,
ক্লান্ত ম্লান-হেসে;—
সেদিন তোমার আঁখি সকরুণ-করুণার ছায়ে
হইয়া নিবিড়,—
দু'টি মুক্তাবিন্দু কিগো উপহার দিবেনা ব্যথায়,—
—শিরে অভাগীর!

প্রখর-নিদাঘ-শেষে নব-আষাঢ়ের বরিষণে,
সব দাহ-জ্বালা—
যাবে তো জুড়ায়ে বন্ধু ?—স্নিগ্ধ তব স্নেহ-পরশনে
শান্তি-সুধা-ঢালা।
তপস্বীর ক্রুদ্ধ-শাপ মুক্ত হ'লে,—অরণ্য-বাহিরে—
হে প্রাণ-পথিক
দুষ্মন্ত ! বিরহশীর্ণা সামান্যা এ' বন-বালাটিরে
চিনিবে তো ঠিক ?

জানি জীবনের এই দীর্ঘ-অন্ধকার নিশা শেষে
নবোদিত-উষা
দিবে দেখা শুভলগ্নে অভিসার-প্রসাধিত-বেশে
অঙ্গে পুষ্প-ভূষা।
তিল তিল মৃত্যু-ভরা এ' জীবন প্রকাণ্ড মরণ
কোনও একদিন,
তোমার মিলন-পূর্ণ নব জন্মে করিয়া বরণ
হবে সুখ-লীন।

দুঃখময়-জীবনের হতাশার অন্ধকার-কালি
ব্যর্থতার ব্যথা
রূপান্তর হবে দীপ্ত-সার্থকতা-দীপশিখা জ্বালি'
নব-লোকে সেথা !
উঠিবে সজীব হ'য়ে নিষ্পেষিত প্রাণ-পদ্মখানি
মরণ-শিশিরে,—
তোমার মিলন পুন,—নিশ্চিত ফিরাবে বন্ধু জানি
পূর্ণিমা-নিশিরে !

(অবরুদ্ধ হৃদয়ের অশ্রু-মূক বেদনার বাণী
বুঝিবে তো প্রিয় ?...
দক্ষিণসমীর ও গা,—মাধবীর হিমঋতু গ্লানি
হরিয়া লইয়ো।
আমার ধ্যানের ধন ! অন্তর্যামী-আঁখিদিঠি তব
মোর মৌন-ভাষা
আপনি করিবে পাঠ, প্রেমের আলোকে অভিনব,-
এই মম আশা !)

বিশ্ব যদি ভ্রান্তি-ভরে অবিচারে দেয় মোরে সাজা
তাহে নাহি ক্ষতি,—
কা'রে না বুঝায়ে কিছু, নীরবে সহিব,—ওগো রাজা
শুধু এ' মিনতি ;—
তুমি না বুঝিও ভুল,—তুমি নাহি কোরো অবিচার,
একদিন যবে,
অনল-পরীক্ষা অন্তে, অযোধ্যায় বন্দিনী-সীতার
প্রিয়-প্রাপ্তি হবে !
আমার যা' কিছু সত্য একা শুধু শুনাবো তোমারে
আর-কারে নয় !
সেদিন দোঁহার নামে ধ্বনিয়া উঠিবে দেব-দ্বারে
'জয় জয় জয়' !

*   *   *   *
*   *   *   *   *   *   *   *

মুদ্রিত নয়নপাতে লোক-লোকান্তরচ্ছবি জাগে
জন্ম কোটী-কোটী,
স্বেচ্ছায় লয়েছি কোন্ অনাদি অতীতে,—অনুরাগে
এ' ব্যথা-করোটী !
আহত-অন্তরে তাই নাহি ক্ষোভ,—ধৈরযের ধারা
বহে ধীরে-ধীরে !
নিবিড় সজল-ব্যথা শ্রাবণের ঘনমেঘ-পারা
প্রাণে আছে ঘিরে !
সুন্দরের স্বপ্ন মোরে বেড়িয়াছে আশ্লেষের মত
নিবিড়-সম্প্রীতে,
জীবনের দুঃখ-কারা, আনন্দ-মন্দিরে পরিণত,
—প্রাণের অমৃতে !

"কোথায় চলার শেষ ?"

ওগো সুন্দর। সুদূর আমার। ধ্যান-রসে-রচা ধন!
ঝরে' গেল মোর মুকুলের মালা, মরে গেল ফুলবন।
দূর-দিগন্তে হেরিয়া তোমার সোণালী-স্বপন-খেলা,—
তারি অভিমুখে ভাসাইয়াছিনু তরুণ মনের ভেলা।
ম্লান-সন্ধ্যার নিকষ-আঁধারে মুছে গেছে ছবি, হায়!
ধরণীর ঘাটে চিত্ত-তরণী ফিরিবেনা পুনরায়।
আসিলো রজনী ছাই'—
দেখাইতে পথ, একটি তারার মৃদু-আলো-রেখা নাই।
সমুখে তরণী চলিছে না আর, নিবিড়-আঁধার ঠেলি',
জনমের মতো শ্যাম-তৃণভূমি পিছনে এসেছি ফেলি'।
ঘন-তমসায় ভাবি মনে মনে দুকূল হারানু নিজে ;—
রুদ্ধ-রোদনে আঁখি-পল্লব মুহুমুহু ওঠে ভিজে।

কাণে ভেসে আসে আকাশে আকাশে অতি মৃদুতম-স্বরে,
চুপি চুপি কা'রা আমারি নিয়তি আলোচনা যেন করে !
কল্পনা বন মর্ম্মর-ধ্বনি মৃদু-ক্রন্দন-রোলে
জীবন-বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে মৃত্যু-রাগিণী তোলে।
ওগো সুন্দরী মরণ-সন্ধ্যা ! অমৃত-স্নিগ্ধ হেসে,
তপ্ত-ললাটে শীতল-চুমাটি এঁকে দিয়ো ভালোবেসে।
আমারি প্রিয়ের হ'য়ে
একটি মধুর-সোহাগের বাণী দিয়ো কাণে কাণে ক'য়ে।
গোধূলির শেষে সান্ধ্য তারাটি ফুটিবে নীলিমা-ভালে,
রসের আবেশে শ্বসিবে সমীর নাগকেশরের ডালে।
বিস্মরণের শ্বেতচন্দন সকল অঙ্গে মাখি'
সুদূরের সুরে নিমীলি' আসিবে ঘুম-আবিষ্ট আঁখি।
ব্যথাক্ষরা-বুক, জলঝরা-আঁখি, যুগ-যুগ-তৃষা প্রাণে,
হে মোর না-পাওয়া ! জনম-জনম চলেছি তোমার পানে
—কোথায় চলার শেষ ?—
কোটী কোটী তারা কুতূহলী-চোখে চেয়ে আছে অনিমেষ।

আকিঞ্চন

ওগো সুন্দর ! মম মনোহর ! দাও, সাড়া দাও, কও গো কথা—
সহেনা যে আর এ নীরবতা !
জাগো নিদ্রিত-দেবতা আমার !
নিমীলিত-আঁখি মেল' একবার,
দূর-গোধূলির পরপার হ'তে চেয়ে দেখ দূত এসেছে দ্বারে,——
এনেছে পরশরতন-হারে।
ব্যর্থতা-ভার শিরে সঁপি' তার,—দিওনা ফিরায়ে দিওনা তারে !

এই ধরণীর বেদনা-বীণায় অশ্রু-নিবিড় নীরব সুরে,
ভাষাহারা যেই কান্না ঝুরে—
যে-ব্যথা মানব মনোহত-বাণী
প্রকাশ করিতে নাহি পারে জানি,—
ওগো সেই ব্যথা মোর জীবনের মর্ম্ম-কোটরে বেঁধেছে বাসা।
শুকায়ে গিয়াছে সকল আশা।
সোণার জীবন নীল হ'য়ে গেছে, বেদনার বিষে সর্ব্বনাশা।

কাঁদে প্রাণ-বধূ অসহব্যথায়, কাঁদে যৌবন, জীবন কাঁদে।
গ্রাসিয়াছে রাহু পূর্ণচাঁদে।-
কোটী জনমের অতৃপ্ত-আশা,
কোটী জীবনের ভাঙা-ভালোবাসা,
আহত-হিয়ার অযুত-বাসনা, অপূরিত-সাধ, না-মেটা তৃষা,—
হিয়ার গোপন-অশ্রু মিশা—
আজি বক্ষের দীর্ণ দেউলে ভিড়িয়াছে যেন হারায়ে দিশা।

আজি মনে হয় যা' ধরিতে গেছি, বার বারে তাই লয়েছে কাড়ি'
—ধূলায় লুটায়ে ফেলেছে পাড়ি' !
চূর্ণিয়া দেছে যা' গড়েছি যবে
বহু লাঞ্ছনা সহেছি নীরবে ;
হৃদি-ভৃঙ্গার শূন্য রহিলো,—নারিনু ভরিতে তীর্থ-নীরে—
আসি এ' ধরার অমৃত-তীরে ।
ওগো নিষ্ঠুরা অন্ধনিয়তি ! এ' কী খেলা তব জীবন ঘিরে !

গত-জনমের হৃত-আনন্দ বিস্মৃতি তলে ছিনু যা' ভুলি'—
হারাণো সে ক্ষত-চিহ্নগুলি,
এবারের এই জীবনের পটে
মোর অন্তর-দেবতা নিকটে
হৃদয়-শোণিত-রক্ত লিখনে ফুটিয়া উঠেছে দীপ্তরাগে ।
পীড়িত-আত্মা বিচার মাগে ।
কোন্ অপরাধে হেন অভিশাপ ?···বিদ্রোহীচিতে প্রশ্ন জাগে ।

জাগো জীবনের রুদ্র দেবতা ! নাশো গো অকূল আঁধার অমা—
কাঁদে উর্ব্বশী, কাঁদিছে রমা !
মন্থ' সাগর, মন্দার আনি',—
ওঠে যদি বিষ, ভয় নাহি মানি ;
অমৃত-বিহীন লক্ষ্মীহারা এ' বিরাগী জীবন—মৃত্যুগতি !
গরলে তাহার হবে কী ক্ষতি ?
হয় সুধাপুট—নয় কালকূট পিয়ে ল'ব এই চরম মতি ।

ওগো সুন্দর ! মনোহর মোর ! দাও উত্তর, কহ' গো কথা—
পূর্ণ করো এ' অপূর্ণতা ।
জাগো ঘুমন্ত দেবতা আমার !
দ্বারে নবদূত ডাকে বারবার
অমৃত প্রেমের অলকনন্দা নেমেছে মর্ম্ম-মরুর মাঝে ।
নবীন-আশার বাঁশী যে বাজে
প্রাণময় নবজীবন এসেছে,—এবারো সে ফিরে যাবে কি লাজে ?

ভুল

ছায়ায় রৌদ্রে পথে পথে যারে খুঁজে ফিরি সারাদিন,—
না জানি সে কে অচিন্!
বাঁশীতে বেজেছে উদাস-ইমন্ হাসিতে ঝরেছে আঁখি,
প্রাণের নূপুরে গানের ঘুঙর রুণিয়াছে থাকি থাকি!
মোর সরোবর-তীরে
রবিকরদাহ-ক্লান্ত কেহ কি এসে চলে গেছে ফিরে?
শ্রান্ত পথিক কেহ কি গো হায়,
দাঁড়ায়েছে এসে আতুর তৃষায়
বহিয়া শুষ্ক বুক?—
নিকটে না চাহি দূরে দিঠি বাহি' ছিনু যবে উৎসুক?

আসিবে—আসিবে—এই আশাগীতে ছিলো এ' জীবন ছেয়ে
হয়ত' দেখিনি চেয়ে,—
সুন্দর এসে ফিরে গেছে কবে ব্যর্থ বেদন বহি'—
সুদূরের বাঁশী দূরবনে যবে বেজেছিলো রহি' রহি' ।

চিত্তের নিশাতলে—
ঘনবেদনার নীলতারাগুলি উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলে ।
যে নিমেষখানি এনেছিলো তা'রে
হারায়েছি কিগো আজি একেবারে—
চিরজনমের মতো ?
আর কোনো লোকে কোনো কালে সে কি হবেনা পুনরাগত ?

রবি যায় পাটে জীবনের হাটে কল-কোলাহল ক্রমে
ধীরে আসিতেছে কমে !
উদাস-করুণ জিজ্ঞাসা এক, ক্লান্ত-বিষাদসুরে,
অতল-প্রাণের গোপন গুহায় অহরহ মরে ঘুরে—

—কী লভিলি ওরে প্রাণ ?
দূরে দুর্য্যোগে দুর্গম-পথে চলি' সারা দিনমান ?
এত আঁখিজল, এত ব্যথা পাওয়া,
এত আনন্দ, হাসি, গান গাওয়া,
আশা-নিরাশায় দুলি,'—
কোন্ ধনে তোর মন-মন্দির ভরিলো দেখ্‌রে খুলি' ?

বৈরাগী বায় শুধু বহে' যায় রিক্ত-বুকের মাঝে,—
কিছুই ভরিলো না যে!
শূন্য প্রাণের ক্ষুণ্ণ বেদনা মূক-অভিমানে বলে—
গোপন-প্রাণের আড়ালে গুমরি' কাতর অশ্রুজলে,

'—না' হয় আমারি ভুল
ছিন্ন করেছে মোর জীবনের বিকচকমল মূল!
ওগো সুন্দর! ব্যথা-দীপ জ্বেলে
তুমি গাঢ় দুখে ফিরে কেন গেলে?
তুমিও কি ভুল করি'—
আপন জীবন-কলস লইলে ব্যর্থতা-রসে ভরি'?'

মন-মন্দিরে বন্ধ-দুয়ার দেখিলাম সব খুলে'
ভরিয়াছে শুধু ভুলে।
ক্ষুব্ধ-হৃদয় ঊর্দ্ধে তাকায়ে সপ্তর্ষির পানে
কী ব্যথা-গভীর অভিযোগখানি জানাইছে সে-ই জানে

নিখিল-ভুবন তা'র,
হতাশা-পূর্ণ—অসহশূন্য—নিবিড় অন্ধকার।
হাসি কান্নার হীরা চুণীগুলা
ভুলের পরশে হ'য়ে আছে ধুলা,—
সাজীতে নাহিক' ফুল,—
—বিধাতার সাধে বাধা দিলো হায়! মানুষের ছোট ভুল

বসন্ত-শেষে

শেষ-বসন্তে রিক্ত-ফসল-মাঠে,
শূন্যতা শুধু ফিরে হাহা করি' একা।
তুমি এসেছিলে আমার জীবন-বাটে—
হৃদয়ে অমৃত, আঁখিতটে প্রেমরেখা।

(আজো আছো তুমি, প্রাণে নেই সেই সুধা ;
নয়নে নাহি সে নিবিড় আবেশ আর,
সারা তনু মনে আছে শুধু রুখু ক্ষুধা—
স্বপ্ন-মুছিয়া হ'য়ে গেছে একাকার!

চৈতালী শেষে শূন্য ফসল-ক্ষেতে,
বিবাগী-বাতাস বহে' হা হা রবে মেতে।
তব-বসন্ত শেষ বুঝি প্রিয়, তাই
প্রাণ-প্রান্তর রস-লেশহীন ধূ ধূ,—
প্রেমের স্বর্ণ-শস্য সেথায় নাই ;
সে-মরুর মাঝে কাঁটাতরু আমি শুধু।)

বর্ষ-বিদায়

আজ

ফুরায়েছে কাজ !

বসন্তের ঝরা-ফুলে ঢাকা

পরাগ-পুটিত পথে মোর রথ-চাকা

করুণ-ক্রন্দন-স্বরে বিদায়-পূরবী ধ্বনি তুলি'

চলিয়াছে ক্লান্ত-গানে চির-অস্ত পানে। নবীনের রথচক্রধূলি

গগন পাটল করি' দিগন্তে ছড়ায়ে রক্ত আভা,—আনন্দ-ঘর্ঘরনাদে আসে

কিরণ-কীরিট-শির দীপ্তদেহ বৈশাখের শাঁখ—বাজিয়াছে আকাশে বাতাসে

প্রদীপ্ত-দীপকে মোর হ'য়ে গেছে গাওয়া—'মাধবে'র নব উদ্বোধন ;

'শুক্রে'র কঠোর-কৃচ্ছ্র, পঞ্চাগ্নির তপঃ-সমাপন !

'শুচি'র সুচির-রুচি পাথোধর-পথে,

মোহিয়া ময়ূরী মনোরথে,

আসিয়াছি ফিরে,

ধীরে !

এই

রিক্ত-আঁচরেই

ভরিয়াছি কাজরীর গান।

হরিয়াছি নীপ-কুঞ্জে শিখিনীর প্রাণ—

সজল-শ্রাবণ রূপে ঘন-ঘোর গিরি-চূড়া চুমি'।

ভাদ্রের ভরন্ত-রূপে ভরসা দিয়াছি—কাশের আনন্দে ছেয়ে ভূমি।

'ইষ'তে ঈষৎ নহে ঈশ্বরী আনিয়া দিছি' গেহে—আনন্দের নাহিক' তুলনা।

কার্ত্তিকে আকাশ-বর্ত্তি মর্ত্ত্য-বার্ত্তা স্বরগে দিয়াছে—তা'র মধু-স্মৃতিটি ভুল'না।

'হায়ণের নবাগমে নূতনের পূজা - নবান্নের আনন্দ-উৎসব,

পোষেড়ার পর্ব্বে প্রিয় গীতি করে প্রীতি-যুত সব।

মাঘের তুষারে জাগে বসন্তের আশ;

ফাগুনের আগুন-নিঃশ্বাস।

এবে মাস 'মধু',—

বঁধু।

ভাই,

ব্যথা মোর নাই !

কত নব নব বর্ণ-রাগে

অভিনব-আলিম্পন অঙ্গে মম জাগে,

ষড়ঋতু স্মিত-পুষ্পে স্বহস্তে যা' দিয়াছে আঁকিয়া ;

পরিপূর্ণ-বরষের রসে পূর্ণ-করা—পাত্রখানি গেলাম রাখিয়া।

নিদাঘের খর-দীপ্তি, বাদলের কাজল-ঘনিমা,— শরতের স্বর্ণআলো-বাঁশী,—

হেমন্তের হৈম শোভা, শীতের কুহেলি ধূম্রজাল,—বসন্তের বর্ণ গন্ধ হাসি

সবই আছে পুঞ্জীভূত, সুখ-সুরভিত—অশ্রুর শিশির জলে ধোওয়া,

হাসির হেমাভা আছে বেদনার বিবর্ণতা ছোঁওয়া !

আনন্দের অলক্তক, হতাশার কালি,

সবই পাবে স্মৃতি-দীপ জ্বালি' ;

আর নাই,—তাই

যাই।

হায়,

এসেছে বিদায়!

যত কিছু দোষ ত্রুটী ক্ষতি,

অন্যায়, বিচ্যুতি, ভুল-ভ্রান্তি অবনতি

আমা হ'তে লভিয়াছ যারা সব,—কোরো ভাই ক্ষমা,—

নবীন বরষাগমে তাহাদের যেন—দূর হয় জীবনের অমা!

আশার মৃণালে যা'র, উদ্যমের কঠিন-কোরকে—ফুটিয়াছে সাফল্য-কমল,

তাহাদের অন্তরের পূত-কৃতজ্ঞতা ধারা, মম- যাত্রাপথ করেছে অমল!

মোর সদ্যোবিদায়ের বেদনায় ভরা—এই ম্লান পাংশু পথখানি

হরষ-কুসুমদামে এখনি আচ্ছন্ন হবে জানি

নব অতিথির লাগি'; সেই-ই মোর সুখ,

তৃপ্তিভারে পরিপূর্ণ বুক,

যাই অস্ত-পানে;

গানে!

যাই,

আর দেরী নাই।

চৈত্র-সংক্রান্তির নিশা-শেষে

বিবর্ণ পাণ্ডুর শশী ম্লান-হাসি হেসে

পশ্চিম গগনপ্রান্তে ধীরে ধীরে ঢলে' পড়ে অই ;

নিভে আসে শুক্রতারা নিষ্প্রভ-নয়ানে,—পূর্ব্বাচলে জাগিবে বিজয়ী।

হে মধুসংক্রান্তি-শেষ-নিশিথিনী ! বিদায়!···বিদায়!···বিদায় গো সুপ্তনীড়-পাখী!

সুখসুপ্তি মগ্ন ওগো ধরাবাসি !···উপাধান-পাশে—কল্যাণ কামনা গেনু রাখি' ।

ধ্যানমগ্ন-অরণ্যানি !···স্বপ্নমুগ্ধা-নদি ! সুখ-মৌন নিস্তব্ধ-আকাশ !

অর্দ্ধস্ফুট-পুষ্পকলি !···ছায়াচ্ছন্ন-গিরি !···নিস্তব্ধ-বাতাস ।

বিদায় !···বিদায় বন্ধু সবাকার কাছে ।

আর মোর নাহি কিছু আছে

প্রদানের লেশ—

শেষ ।